৭৬

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 25 FEB 1993
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

২৭

# ভুয়া প্রত্যায়নপত্র

## ৩ হাজার ডিগ্রী পরীক্ষার্থী বিপাকে

*রেজানুর রহমান ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন্ন ডিগ্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ভুয়া চরিত্রগত প্রত্যায়নপত্র ও ত্রুটিপূর্ণ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেওয়ার কারণে প্রায় ৩ হাজার ডিগ্রী (প্রাইভেট) পরীক্ষার্থী বিপাকে পড়িয়াছে। ৩১শে মার্চ হইতে ডিগ্রী পরীক্ষা শুরু হইবে। চলতি মাসের প্রথমদিকে এই ঘটনা ধরা পড়ে। কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের ঠিকানায় ৭ দিনের সময় দিয়া নোটিস প্রদান করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী ডিগ্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের সহিত চরিত্রগত প্রত্যায়নপত্র, নমুনা স্বাক্ষর ও ছবি জমা দিতে হয়। নমুনা স্বাক্ষর ও ছবি একজন গেজেটেড অফিসারকে দিয়া সত্যায়িত করার নিয়ম। চরিত্রগত প্রত্যায়নপত্রের বেলায়ও তাই। বিভিন্ন* *( ৭ম পৃঃ দ্রঃ)*

## ভুয়া প্রত্যায়নপত্র

(প্রথম পৃঃ পর)

সূত্রের অভিযোগ অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের জমাকৃত কাগজপত্র পরীক্ষা করার সময় কর্তৃপক্ষের নিকট ত্রুটি ধরা পড়ে। অভিযুক্ত ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেরাই গেজেটেড অফিসার সাজিয়া নিজেদের সার্টিফিকেট, ছবি ও সনদপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছে। ছাত্র হয়তো সিলেটের, তাহার চরিত্রগত প্রত্যানপত্র দিয়াছেন যশোরের কোন গেজেটেড আফিসার। ছাত্রী হয়তো রংপুরের তাহার চরিত্রগত প্রত্যায়নপত্র দিয়াছেন চট্টগ্রামের কোন অফিসার। কি করিয়া ইহা সম্ভব হইল? এই খোঁজ নিতে গিয়া দেখা যায় পরিচিত কোন গেজেটেড় অফিসারের সীল বানাইয়া কোন ছাত্র নিজেই ঐ অফিসার সাজিয়া স্বাক্ষর দিয়াছে নিজের প্রত্যায়নপত্রে। নিজেই নিজের ছবি, নমুনা স্বাক্ষর সনাক্ত করিয়াছে। তাহার নিকট সীলটি সংগ্রহ করিয়া অন্যান্যরাও একই ভাবে স্বাক্ষর দিয়াছে। ফলে দেখা গিয়াছে সীল ঠিকই আছে, তবে একই কর্মকর্তার নামের স্বাক্ষর হইয়াছে ভিন্ন রকম।

জানা যায়, এই ঘটনা প্রথম ধরা পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টারের নিকট। রেজিষ্ট্রার বিল্ডিং-এর বারান্দায় কয়েকজন ছাত্র কিছু কাগজে নিজেরাই সীল দিয়া নিজেরাই সই করিতেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার ছাত্রদের নিকট উপস্থিত হইলে কয়েকজন দৌড়াইয়া পালাইয়া যায়। একজন হাতেনাতে ধরা পড়ে। ইহার পর অন্যদের কাগজপত্র পরীক্ষা করিতে গিয়া আসল ঘটনা ফাঁস হইয়া যায়। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শাহ হাবিবুর রহমান বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের নামে নোটিস প্রদানের পর অনেকেই যোগাযোগ করিয়াছে। তাহারা কেহই লিখিত জবাব দেয় নাই। মৌখিক কিছু প্রশ্ন করা হইলে অনেকে জানাইয়াছে—তাহার চরিত্রগত প্রত্যায়নপত্রে কে স্বাক্ষর করিয়াছে তাহা সে জানে না। কেউ বলিয়াছে তাহার বন্ধু তাহার জন্য ইহা সংগ্রহ করিয়াছে। তবে সকলেই তাহাদের ভুল স্বীকার করিয়াছে। শাহ হাবিবুর রহমান জানান, নিয়ম অনুযায়ী অভিযুক্ত ছাত্র-ছাত্রীরা কেহই আসন্ন ডিগ্রী পরীক্ষায় অংশ নিতে পারিবে না। এদিকে অভিযুক্তদের অনেকে মাফ পাওয়ার আশায় প্রায় প্রতিদিন কর্তৃপক্ষের নিকট ধরনা দিতেছে।